ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 07. No. 01. June 2012

মুক্তবুদ্ধি ও রক্ষণশীল চিন্তাধারার তুলনামূলক পর্যালোচনা

ড. যাহার-ই-তাশনীম*

সারসংক্ষেপ: মহানবী (স.) ও সাহাবা পরবর্তী ইসলামি যুগে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। তাঁরা কুরআন ও হাদিসকে উপজীব্য করে এবং যুক্তি দিয়ে নিজেদের মতামত প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পান। এমনি ধর্মীয় চিন্তাধারায় সিক্ত গোষ্ঠীর মধ্যে মুক্তবুদ্ধি ও রক্ষণশীল দু'টি প্রধান চিন্তার ধারক সম্প্রদায়ের কার্যক্রম মুসলমানগণকে প্রভাবিত করছে। রক্ষণশীল গোষ্ঠী বলতে জাবরিয়া চিন্তাধারাক্রম হতে উদ্ভূত আশ'য়ারিয়া এবং মুক্তবুদ্ধির ধারক কাদরিয়া-মু'তাযিলার উদ্ভব ইসলামতত্ত্বে বহুমাত্রিক চিন্তাচেতনার জন্ম দিয়েছে। আল-কুরআন ও হাদিসের ওপর নির্ভর চিন্তা চেতনায় সিক্ত আহল সুন্নাহ ওয়া আল-জামা'আতের ইমাম হিসেবে স্বীকৃত আবুল হাসান 'আলী ইবন ইসমাঈল আল-আশ'য়ারির 'আকীদার সাথে মুক্তবুদ্ধির ধারক মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের ঈমান 'আকীদার ব্যাখ্যায় ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। কাজেই মুক্তবুদ্ধির অনুসারী মু'তাযিলা চিন্তাবিদদের প্রচারিত মূলনীতির সঙ্গে রক্ষণশীল আশ'য়ারিয়া চিন্তাবিদগণের প্রচারিত মূলনীতির তুলনামূলক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন। মুক্তবুদ্ধির ধারক মু'তাযিলা মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ রক্ষণশীল গোষ্ঠী তথা আশ'য়ারিয়া মতবাদের উৎপত্তি। এ মতবাদ ছিল যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে ওহি ভিত্তিক জ্ঞান প্রজ্ঞার প্রতিক্রিয়া। এখানে মুক্তবুদ্ধি ও রক্ষণশীল চিন্তাধারার মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলির তুলনামূলক পর্যালোচনা উপস্থাপিত হলো।

আল্লাহর একত্ববাদ ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা ইসলামের মূল লক্ষ্য। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এক মহাসত্তা । তাঁর কোন অংশীদার নেই, সত্তা ও গুণাবলির দিক থেকে কেউ তাঁর সমকক্ষ নয়। তিনি অপর কোন সত্তাজাত নহেন এবং অন্য কাকেও জন্ম দেননি। এক ও অদ্বিতীয় হওয়া সত্ত্বেও আল-কুরআনে আল্লাহর সিফাত বা গুণ প্রকাশক বিভিন্ন ধরনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং সর্বমোট তাঁর গুণ প্রকাশক ৯৯টি নাম রয়েছে, যার মধ্যে আল্লাহর বিস্তারিত গুণাবলির প্রকাশ ঘটেছে। প্রকৃত মুসলমানগণ আল্লাহর একক সত্তা ও গুণাবলির মধ্যে কোন বৈপরিত্ব প্রত্যক্ষ করেন না।[১] কিন্তু মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিবাদী মু'তাযিলীগণ আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কে যুক্তি তর্কের অবতারণা করে ভিন্ন ধারণা ব্যক্ত করে থাকেন। তাঁদের মতে আল্লাহর একত্ব ও গুণাবলি পারস্পরিক সম্পৃক্ত ও অভিন্ন। আল্লাহর গুণাবলি তাঁর সত্তা হতে

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

পৃথক নয়। কারণ আল্লাহ এক, তাঁর সত্তা ব্যতিরেকে তাঁর পৃথক গুণাবলি হতে পারে না। আল্লাহ অসীম ও অনন্ত। তাঁর সত্তার সাথে গুণাবলি পৃথকভাবে যুক্ত হলে তা দ্বিতত্ত্বে পরিণত হয়। এটি সম্পূর্ণ অবান্তর।[২] অপরপক্ষে আল্লাহকে যে গুণেই গুণান্বিত করা যাক না কেন সে গুণই ধ্বংসশীল। আল্লাহর সত্তা ব্যতিরেকে সবকিছুই ধ্বংসশীল বলে আল-কুরআন ঘোষণা করে- "ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল"।[৩] কাজেই ধ্বংসশীল গুণাবলি আল্লাহর সত্তায় আরোপ করলে পরোক্ষভাবে আল্লাহর ধ্বংসশীলতা স্বীকার করা হয়। আল্লাহর বেলায় তা সম্পূর্ণ অবাস্তব। এমতবস্থায় আল্লাহর সত্তার সংযুক্ততা ছাড়া পৃথক গুণাবলির ধারণা যৌক্তিক নয়।

অপরদিকে রক্ষণশীল চিন্তাগোষ্ঠীর মতে **১.** আল্লাহর গুণাবলি চিরন্তন এবং সেগুলো অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান। চিরন্তন সত্তার গুণাবলিও চিরন্তন। তাদের মতে আল্লাহর গুণাবলিকে অনিত্ব বললে অসুবিধা হলো;[৪]

এক. আল্লাহর গুণাবলিকে অনিত্ব বললে তার মধ্যে পরিবর্তন আসতে পারে। কেননা অনিত্ব বিষয়ের মধ্যে পরিবর্তন এসে থাকে কিংবা বলতে হয় এক সময় এমন অতিবাহিত হয়েছে যখন আল্লাহর মধ্যে এসব গুণাবলি ছিল না। কারণ অনিত্ব বিষয়গুলোই এমন যা এক সময় অস্তিত্বহীন ছিল অথচ আল্লাহ অনাদিকাল থেকেই তাঁর সমস্ত গুণাবলির সাথে গুণান্বিত।

দুই. আল্লাহর গুণাবলিকে অনিত্ব বললে আল্লাহকে অনিত্ব বিষয়ের আধার বলা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আর তা অসম্ভব।

কাজেই বলা যায়, আল্লাহর প্রত্যেকটি সিফাতী নাম অনাদি। যেমন সৃষ্টি করা তাঁর একটি গুণ। মাখলূক না থাকলেও তাঁর মধ্যে সৃষ্টি করার গুণ অবশ্যই ছিল। অতএব তাঁর খালিক নাম অনাদি। এমনিভাবে তাঁর সমস্ত গুণাবলির ব্যাপারে এরূপ ব্যাখ্যা প্রযোজ্য।

১. আল্লাহর সিফাত তাঁর হুবহু সত্তাও নয়, কেননা গুণ তাঁর অধিকারীর হুবহু সত্তা হয় না। আবার তাঁর সত্তা বহির্ভূতও নয়, বরং তাঁর সিফাত তাঁর সত্তার অপরিহার্য বিষয়। যেমন জ্ঞান আর জ্ঞানী হুবহু এক জিনিস নয়, আবার জ্ঞান জ্ঞানী থেকে পৃথকও নয়।

২. আল্লাহর গুণাবলি যেমন অনাদি তেমনি অনন্ত। কারণ যেটি অনাদি হয় সেটি অনন্তও হয়।

৩. আল্লাহর গুণাবলির মধ্যে কোন তারতীব বা পর্যায়ক্রমিকতা নেই। এরূপ বলা দোরস্ত নয় যে, তাঁর অমুক গুণ আগের আর অমুক গুণ পরের। কেননা তাঁর সমস্ত গুণ অনাদি ও নিত্ব। আর পর্যায়ক্রমিকতা সাব্যস্ত করলে পরবর্তীটা অনাদি ও নিত্ব থাকেনা, বরং পূর্বেরটার তুলনায় পরবর্তীটা অনিত্ব হয়ে যায়।

৪. আল্লাহর সিফাত সবগুলো এক ধরনের এবং এক পর্যায়ের নয়। তাঁর সিফাতগুলো প্রথমত দু'ভাগে বিভক্ত।[৫] যথা- **১.** ইতিবাচক এবং **২.** নেতিবাচক। ইতিবাচক

সিফাতগুলো আবার দু'ভাগে বিভক্ত। যথা- ১. সত্তাবাচক গুণাবলি এবং ২. কর্মবাচক গুণাবলি।

আল-আশ'য়ারির মতে আল্লাহর সত্তাবাচক সাতটি গুণ স্থায়ী।[৬] ১. হায়াত বা জীবন, ২. ইরাদা বা ইচ্ছা, ৩. 'ইলম বা জ্ঞান, ৪. কুদরত বা শক্তি, ৫. শ্রবণ, ৬. দর্শন, ৭. কালাম বা কথন। রক্ষণশীল চিন্তাবিদ ইমাম আবূ মনসূর মাতুরিদী আল্লাহর উক্ত সাতটি সত্তাবাচক গুণাবলির সাথে তাকবীন নামক আরো একটি গুণ যুক্ত করেন। তাকবীন অর্থ সৃষ্টি করা, গঠন করা, রচনা করা ইত্যাদি।[৭] তাকবীন স্বতন্ত্র কোন গুণ নয়। তাকবীন গুণটি মৌলিক ও ব্যাপক একটি গুণ যা যাবতীয় কর্মবাচক গুণের সমষ্টিকে বুঝায়।

সত্তাবাচক ও কর্মবাচক গুণাবলির মধ্যে পার্থক্য হলো সত্তাবাচক গুণাবলির বিপরীত গুণে আল্লাহ গুণান্বিত হন না। যেমন 'জ্ঞান' হলো আল্লাহর সত্তাবাচক একটি গুণ। তাই এর বিপরীত মূর্খতার সাথে আল্লাহ গুণান্বিত হন না। আল্লাহ জ্ঞানী কিন্তু তিনি কখনও নির্জ্ঞান হন না। পক্ষান্তরে কর্মবাচক গুণের বিপরীত গুণেও তিনি গুণান্বিত হন, যদি সেটির সম্পর্ক অন্যের সাথে হয়। যেমন মৃত্যু দেয়া, রিযিক দেয়া ইত্যাদি। তিনি এক সময় কাউকে মৃত্যু দেন আবার কাউকে মৃত্যু দেন না। তবে একথা বলা যাবে না যে, আল্লাহ নিজেকে মৃত্যু দিতে পারেন, কেননা কর্মবাচক গুণের বিপরীত গুণের সাথে গুণান্বিত হবার প্রশ্ন তাঁর নিজের বেলায় নয়, বরং অন্যের বেলায়।

৫. আল্লাহর সত্তা যেমন অন্য কারো মত নয়, তাঁর গুণাবলিও অন্য কারো গুণাবলির মত নয়। তাই তাঁর সত্তা আমাদের জীবনের মত নয়, তাঁর শক্তি আমাদের শক্তির মত নয়, তাঁর জ্ঞান আমাদের জ্ঞানের মত নয়, তাঁর শ্রবণ আমাদের শ্রবণের মত নয়। যেমন বলা যায় আমাদের শ্রবণের জন্য আমরা কান ব্যবহার করি তথা কান দিয়ে শ্রবণ করি। কিন্তু তিনি কান ছাড়া শ্রবণ করেন, এমনিভাবে তিনি জবান ছাড়া বলেন, চোখ ছাড়া দেখেন, তিনি এসব অঙ্গের মুখাপেক্ষী নন। নতুবা বলতে হবে তিনি শ্রবণের জন্য কানের মুখাপেক্ষী, দেখার জন্য চোখের মুখাপেক্ষী ইত্যাদি। মোটকথা তাঁর কোন কিছুই আমাদের মত নয়। কুরআনে এসেছে "কোন কিছুই তাঁর মত নয়"।[৮] আল্লাহ একটি অনন্ত-অসীম সত্তা। তাই তাঁর গুণাবলি তাঁরই সৃষ্ট মানুষের সীমাবদ্ধ গুণাবলির সাথে তুলনা হয় না। এমনিভাবে আল্লাহর সিফাত সংক্রান্ত বিষয়ে মুক্তবুদ্ধির সম্প্রদায় যে 'আকীদা পোষণ করত রক্ষণশীল চিন্তাগোষ্ঠী এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে নিজেদের স্বপক্ষে বিভিন্ন দলিল উপস্থাপন করে প্রমাণ করেন যে, আল্লাহ যথার্থই প্রকৃত গুণের অধিকারী। তবে তাঁর গুণাবলি মানুষের গুণাবলির মত নয়।

মুক্তবুদ্ধির ধারক মু'তাযিলাপন্থীরা আল-কুরআনের চিরন্তনতা অস্বীকার করে। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে পবিত্র কুরআন চিরন্তন নাকি সৃষ্ট, তা নিয়েও কেউ চিন্তা করেনি। কিন্তু

মু'তাযিলা চিন্তাবিদগণ খুব সম্ভবত খ্রিস্টান চিন্তাবিদদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই এ ধরনের চিন্তার দিকে অগ্রসর হন। তাঁদের ধারণা হলো মহান আল্লাহ এক, তিনি ব্যতীত অন্য কোন কিছুই চিরন্তন নয়। এ অবস্থায় আল-কুরআনকে চিরন্তন হিসেবে বিবেচনা করলে একমাত্র চিরন্তন সত্তা আল্লাহর পার্শ্বে আরেকটি চিরন্তন সত্তার উদ্ভব হয়। তাদের চিন্তায় এরূপ হলে আল্লাহর একত্ব খর্ব হয়। কিন্তু আল্লাহ সর্বতোভাবেই যে এক তা প্রশ্নাতীত। কাজেই কুরআন চিরন্তন নয়, সৃষ্ট।[৯]

রক্ষণশীল গোষ্ঠীর চিন্তানায়ক আল-আশ'য়ারি তাঁর *মাকালাত আল-ইসলামিয়্যাহ* গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা না করলেও তিনি কিছু মৌলিক তথ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মু'তাযিলা, খারিজী, জায়দিয়া, মুরজিয়া এবং রাফিযীদের অনেকের মতে আল-কুরআন আল্লাহর বাণী বা কথা এবং এটি সৃষ্ট, একসময় এটি ছিল না, তারপর এটি ছিল আবার কেউ কেউ বলেন যে, কুরআন কালিক (temporal) বা মুহদাস কিন্তু সৃষ্ট নয়। হিশাম ইবন হাকামের সময় কুরআনের সৃষ্টতার প্রশ্নটি উত্থিত হয়। কারণ তিনি বলেন, কুরআন হলো আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলি এবং এ কারণে এটিকে সৃষ্ট বা অসৃষ্ট কিছুই বলা যাবে না। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট মু'তাযিলা চিন্তাবিদ আবুল হুযায়ল আল-আল্লাফ বলেন, আল্লাহ লাওহি মাহফুজে কুরআন সৃষ্টি করেন। এ কারণে এটি লাওহি মাহফুজের একটি গুণ। তাঁর মতে এ কুরআন তিনটি স্থানে অস্তিত্বশীল ছিল। প্রথমে এটিকে স্মরণ করা হয়েছিল; দ্বিতীয়ত, এটি লিখিত হয় এবং তৃতীয়ত, এটি আবৃত ও শ্রুত হয়।[১০] এসব তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, মুক্তবুদ্ধির অনুসারী মু'তাযিলা চিন্তাবিদগণ কেবল আল্লাহর চিরন্তনতা এবং তাঁর একত্ব রক্ষার খাতিরেই কুরআনকে সৃষ্ট বলেই প্রমাণ করার সর্বাত্মক প্রয়াস পান। কিন্তু রক্ষণশীল চিন্তাবিদগণ এবং নিষ্ঠাবান মুসলমানগণ কুরআনের চিরন্তনতায় বিশ্বাসী, তারা কুরআনকে সৃষ্ট বলে কখনো গ্রহণ করেননি। তাদের মতে আল্লাহ যেমন অনাদি ও চিরন্তন। তদ্রুপ তাঁর বাণীও অনাদি ও চিরন্তণ। কাজেই কুরআন অনিত্য-সৃষ্ট নয়[১১]।

কাদরিয়া চিন্তাগোষ্ঠীর পথ ধরে মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তার ধারক মু'তাযিলাগণ তাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কীয় তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রমাণ করেই মু'তাযিলারা আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতা সমর্থনের প্রয়াস চালান এবং নিজেদেরকে আহল আল-আদল বা ন্যায়বিচারের ধারক বলে দাবি করেন। আল-কুরআনে আল্লাহ সৎকর্ম এবং অসৎ কর্মের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন যে, মহান বিচার দিবসে মানুষের কৃত সৎ ও অসৎ বা ভাল ও মন্দ কর্মের বিচার করে নির্দোষকে পুরস্কার এবং দোষীকে শাস্তি প্রদান করা হবে। তিনি সৎকর্ম সম্পাদনের আদেশ এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। মু'তাযিলা চিন্তাবিদদের মতে মানুষ তার ইচ্ছানুযায়ী ঐসব সৎ এবং অসৎ কর্ম সম্পাদন করবে।[১২] মানুষের মধ্যে কেউ কেউ স্বেচ্ছায় সৎ বা ভাল কর্ম বেছে নিয়ে তা সম্পাদন করবে; আর কেউ কেউ সৎ কর্মের গুরুত্ব অনুধাবন করতে না পেরে স্বেচ্ছায় মন্দ কর্ম সম্পাদন করবে। স্বেচ্ছায় ভাল বা মন্দ কর্ম বেছে নিলে এ ধরনের বাছনী এবং

সম্পাদনের দায়িত্বও সম্পাদনকারীর ওপর এসে পড়বে। কারণ কর্ম সম্পাদনের স্বাধীনতার সঙ্গে দায়িত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কাজেই দোষীকে শাস্তি এবং নির্দোষকে পুরস্কার প্রদান আল্লাহর জন্য অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। এর অন্যথা তিনি করবেন না বলে মু'তাযিলারা গুরুত্বের সাথে যুক্তি উপস্থাপন করে বলেন, যদি তিনি এর অন্যথা করেন তথা দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি না দেন এবং নির্দোষ ব্যক্তিকে পুরস্কৃত না করেন তবে বিচার দিবসের বিচার অর্থহীন হয়ে পড়ে এবং আল-কুরআনে বর্ণিত পুরস্কার ও তিরস্কারের অঙ্গীকার ভঙ্গ হয়। মু'তাযিলাদের মতে মহান আল্লাহ তা করতে পারেন না। কারণ কর্ম সম্পাদন ও কর্ম নির্বাচনের স্বাধীনতা প্রদানের সাথে তিনি মানুষকে এ সবের জন্য ক্ষমতাও প্রদান করেছেন।[১৩] এ ইচ্ছার স্বাধীনতা ও কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা যুক্তিসঙ্গতভাবে মানুষের মনে দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে। কাজেই মু'তাযিলাদের মতে মহান আল্লাহ অবশ্যই ন্যায়বিচার করবেন।

মুক্তবুদ্ধির ধারক মু'তাযিলা চিন্তাবিদদের এ সম্পর্কীয় তত্ত্বের বিরোধিতা করে রক্ষণশীল চিন্তাবিদগণ কিছু অভিনব তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। মু'তাযিলাদের উদার নৈতিক ইচ্ছার স্বাধীনতা তত্ত্ব ও জাবরিয়াগণের কঠোর অদৃষ্টবাদী তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করে তারা অনেকটা এ দু'তত্ত্বের মধ্যবর্তী অবস্থান গ্রহণ করেন। তাদের মতে মহান আল্লাহ সকল কর্মের স্রষ্টা। তিনি একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। ভাল-মন্দ সব কিছুই তাঁর সৃষ্ট এবং তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছুই সংঘটিত হয় না। মানুষের ইচ্ছা শক্তি তার কার্যের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। মহান আল্লাহ বান্দার মাঝে কর্ম শক্তি সৃষ্টি করেন, অতঃপর ইচ্ছা শক্তির সৃষ্ট করেন এবং সর্বশেষে তার দ্বারা কার্য সম্পাদন করান। এরূপে বান্দার কার্য আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্টি হয়ে থাকে। রক্ষণশীল চিন্তাবিদদের মতে মানুষের যেহেতু ইচ্ছা শক্তি ও নির্বাচন শক্তি রয়েছে বিধায় তার ইচ্ছার স্বাধীনতা রয়েছে। মানুষের স্বেচ্ছায় কিছু করার ক্ষমতা নেই বটে কিন্তু মেধাবলে সে কার্য নির্বাচন ও সম্পাদন করতে পারে। সে কারণেই মানুষ তার কর্মফলের জন্য দায়ী থাকবে এবং পুরস্কার বা শাস্তি পাবে।[১৪]

মুক্তচিন্তার অনুসারী মু'তাযিলাসহ কিছু সংখ্যক মুরজিয়া এবং জাহমিয়াগণ আল্লাহর দর্শন লাভের ধারণার বিরোধী। তাঁদের মতে কোন সৃষ্টিই আল্লাহর দর্শন লাভ করতে পারবে না। কেননা আল্লাহ দৈহিক আকৃতি বিশিষ্ট কোন সত্তা নহেন, তিনি নিরাকার। সুতরাং তাঁকে কোন আকারে রূপ দেয়া শিরকের শামিল। কাজেই তাঁর দর্শন লাভ সম্ভব নয়, আর যদি দর্শন লাভ আদৌ সম্ভব হয়, তাহলে তা হবে আত্মিক, দৈহিক নয়।[১৫] মুক্তবুদ্ধির ধারক মু'তাযিলা চিন্তাবিদগণ তাদের মতের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন যে, আল্লাহ দর্শন যদি দৈহিক হয়, তবে এটি ইসলাম বিরোধী হয়ে পড়ে, কেননা এর দ্বারা আল্লাহকে বিশেষ অবকাঠামো ও স্থানের মধ্যে আবেষ্ঠন করা হয়। সেক্ষেত্রে তিনি অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে চিরন্তন সত্তা থাকেন না।

অপরপক্ষে রক্ষণশীল চিন্তাবিদগণ মহান আল্লাহর দর্শনের সম্ভাব্যতা স্বীকার করেন, তাদের মতে শেষ বিচারের দিন ঈমানদারগণ মহান সত্তাকে দর্শনযোগ্য চক্ষু লাভ করবেন। তারা সে চক্ষু দ্বারা মহান আল্লাহকে দর্শন করে সীমাহীন পুলক অনুভব করবেন। আল্লাহর দর্শন সম্পর্কে মহানবীকে (স.) জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "তোমরা যেমন পূর্ণ চন্দ্র দর্শন করে থাক, তেমনি তোমাদের প্রভূকেও দর্শন করতে পারবে।"[১৬] এমনিভাবে রক্ষণশীল চিন্তাবিদগণ প্রমাণ করেন যে, আল্লাহর দর্শন সম্ভব।

মুক্তবুদ্ধি ও রক্ষণশীল উভয় সম্প্রদায়ই আল্লাহর ন্যায়বিচারে বিশ্বাসী। মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তার অনুসারী মু'তাযিলা চিন্তাবিদদের মতে সৎকর্মের জন্য পুরস্কার ও অসৎকর্মের জন্য শাস্তি দান করা আল্লাহর অবশ্য কর্তব্য।[১৭] অপরদিকে রক্ষণশীল চিন্তাগোষ্ঠীর মতে পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইচ্ছাধীন, তিনি এ বিষয়ে আল-কুরআনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে তিনি বাধ্য নন। তাদের ধারণা আল্লাহ ইচ্ছা করলে সৎকর্মের জন্য শাস্তি ও অসৎকর্মের জন্য পুরস্কার দিতে পারেন, কিন্তু সাধারণত তিনি তা করেন না, তিনি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কার ও অসৎকর্মশীলদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। কারণ আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। বিধি বিধান বা কর্তব্য দ্বারা সীমাবদ্ধ করলে তাঁর একক সার্বভৌম ক্ষমতা খর্ব হয় যা তার যাত সত্তা বিরোধী। সেজন্য কোন কাজের বাধ্যবাধকতা তাঁর ওপর আরোপিত হয় না।[১৮] কাজেই বলা যায়, আল্লাহ যেহেতু অন্যায় কিছু করেন না, তাই দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, ভাল কাজের জন্য তিনি বান্দাকে উত্তম প্রতিফল এবং মন্দ কাজের জন্য খারাপ প্রতিদান প্রদান করবেন।

মুক্তবুদ্ধির ধারক মু'তাযিলাগণ আল্লাহর ন্যায়বিচার ও মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতাকে বিশ্বাস করেন বিধায় শেষ বিচারের দিন পাপী বান্দাদের ক্ষমা মার্জনার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট মহানবীর (স.) সুপারিশকে অস্বীকার করেন।[১৯] মহানবীর (স.) সুপরিশের ব্যাপারে মুক্তবুদ্ধির অনুসারীগণের মত হলো আল্লাহ যেখানে ভাল কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্য শাস্তির কথা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন সেখানে সুপারিশকরণ মতবাদ অযৌক্তিক। কারণ আল্লাহ ন্যায়বিচারক, তাঁকে ন্যায়বিচার করতেই হবে। কিন্তু রক্ষণশীল চিন্তাবিদগণ মহানবীর (স.) সুপারিশে বিশ্বাস করেন, তাদের মতে আল্লাহর ন্যায়বিচারের সঙ্গে মহানবীর (স.) সুপারিশ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যুক্তিসঙ্গত। কারণ আল্লাহর পক্ষে তাঁর প্রিয় বান্দাকে পাপীদের জন্য সুপারিশ করার অধিকার দান করা অসঙ্গত নয় এবং এতে তাঁর ন্যায়বিচারের ক্ষমতা ও প্রতিশ্রুতি খর্ব হয় না।[২০]

মুক্তবুদ্ধির ধারক মু'তাযিলা চিন্তাবিদগণ ওহি বা প্রত্যাদেশ অপেক্ষা যুক্তির ওপরই বেশি গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন এবং বলেন, ওহি বা প্রত্যাদেশ নয়, বরং যুক্তির দ্বারাই সত্য নির্ণীত হয়। প্রজ্ঞা বা যুক্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেই মু'তাযিলা চিন্তাবিদরা গোঁড়া ইসলামপন্থীদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে। ফলে ধীরে ধীরে সাধারণ মুসলমানগণ

মু'তাযিলাদের বিরোধিতা করে রক্ষণশীল আশ'য়ারিয়াদের পক্ষ সমর্থনে এগিয়ে আসে। কারণ রক্ষণশীল আশ'য়ারিয়াদের মতে সীমিত জ্ঞানের অধিকারী মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি নিঃসৃত যুক্তিবাদ সকল সময় ধর্মীয় মতবাদের ভিত্তি হতে পারে না। তাতে ভুল ভ্রান্তির যথেষ্ট অবকাশ থাকে বিধায় তা ঝুকিপূর্ণ। কেবলমাত্র ওহিই বিশ্বাসের অপরিহার্য প্রাথমিক ভিত্তি গড়ে তোলে। তবে যেখানে যুক্তি ওহির পোষকতা করে সেখানকার অবস্থা স্বতন্ত্র। তাদের মতে ওহির মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারে যুক্তি বা বিচারবুদ্ধির দ্বারা নয়। তাছাড়া একমাত্র ওহির মাধ্যমেই জানা যায়, কিসে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন এবং কিসে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। শুধু যুক্তির দ্বারা এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা অসম্ভব।[২১] কাজেই মুক্তবুদ্ধির অনুসারী চিন্তাগোষ্ঠীর ধারণা প্রত্যাখ্যান করে রক্ষণশীল চিন্তাগোষ্ঠী যুক্তি অপেক্ষা প্রত্যাদেশকেই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন।

যুক্তিবাদী মু'তাযিলা চিন্তাবিদগণ সাধারণত মু'জিযা[২২] বিশ্বাস করতেন না। যুক্তিকে মাপকাঠি নির্ধারণ করার ফলে মু'জিযার পক্ষে কোন বস্তুতান্ত্রিক যুক্তি খুঁজে না পাওয়ার ফলেই তারা মু'জিযা অবিশ্বাস করতেন।[২৩] কিন্তু রক্ষণশীল আশ'য়ারিয়া চিন্তাবিদগণ মু'জিযায় বিশ্বাস করতেন। মু'জিযায় বিশ্বাস করা ঈমানের অঙ্গীভুত। যেমন হযরত ইব্রাহীমের (আ.) জন্য আগুন ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া,[২৪] হযরত মূসার (আ.) জন্য লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া,[২৫] হযরত ঈসার (আ.) দু'আয় মৃতদের জীবিত হয়ে যাওয়া,[২৬] হযরত মুহাম্মদের (স.) হাত মুবারকের আঙ্গুল থেকে পানি ফুটে বের হওয়া যার দ্বারা সমস্ত সৈন্যবাহিনী তৃপ্তি সহকারে পান করে নেয়[২৭] ইত্যাদি। এমনিভাবে নবী রাসূলদের দ্বারা তাঁদের সত্যতা প্রমাণিত করার জন্য অনেক সময় অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে। এসব অলৌকিক ঘটনাই হলো মু'জিযা। রক্ষণশীল চিন্তাবিদগণ নবী রাসূলদের এসব মু'জিযায় বিশ্বাস করা ঈমানের অঙ্গ বলে মনে করতেন।[২৮] মুক্তবুদ্ধির অনুসারী মু'তাযিলাগণ ওলিগণের কারামতকে[২৯] অস্বীকার করতেন। যে কারণে তারা মু'জিযাকে অস্বীকার করতেন, একই কারণে কারামতকেও অস্বীকার করতেন। কিন্তু রক্ষণশীল চিন্তাগোষ্ঠী ওলিগণের কারামতকে বিশ্বাস করতেন।[৩০]

যুক্তিবাদী গোষ্ঠীর মতে নিহত ব্যক্তিকে আকস্মিক কোন কারণ ঘটার দরুন নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে আল্লাহ মৃত্যু দিয়ে থাকেন। তাদের মতে মৃত্যু দু'ধরনের **১.** নির্দ্ধারিত **২.** আকস্মিক। রক্ষণশীল চিন্তাগোষ্ঠীর মতে ব্যক্তি যে কারণেই মৃত্যুবরণ করুক; হত্যা বা অন্য কোন কারণে, সে তার নির্দিষ্ট সময়েই মৃত্যু বরণ করে।[৩১]

মুক্তবুদ্ধির ধারকদের মতে মৃত ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা করার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ মৃত্যুর পর তার মঙ্গল আল্লাহর ন্যায়বিচারের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মতে প্রত্যেক পরলোকগত মুসলমানের জন্য প্রার্থনার প্রয়োজন আছে।[৩২] আল-কুরআনের আয়াতও এ মতের পোষকতা করে। নবী জীবনের বহু দৃষ্টান্ত এ সম্পর্কে দেখতে পাওয়া যায়।

স্বাধীন চিন্তার প্রবক্তা মু'তাযিলাগণ মহানবীর (স.) শারীরিক মি'রাজ বিশ্বাস করে না। তাদের মতে মহানবীর (স.) মি'রাজ একটি আধ্যাত্মিক ঘটনা মাত্র শারীরিক নহে। কিন্তু রক্ষণশীল আশ'য়ারিগণ গোঁড়া মুসলমানদের ন্যায় মহানবীর (স.) স্বশরীরে মি'রাজ গমন বিশ্বাস করে থাকে।[৩৩]

মুক্তবুদ্ধির ধারক মু'তাযিলাগণের মতে যে ব্যক্তি একবার দোযখে যাবে, সে আর সেখান থেকে বের হতে পারবে না। কিন্তু রক্ষণশীল গোষ্ঠীর মতে গুণাহগার ব্যক্তি দোযখে শাস্তি ভোগের পর ভাল কর্মের প্রতিদান স্বরূপ বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে এবং তথায় চিরকাল থাকবে।[৩৪]

মুক্তচিন্তাবিদগণের মতে বিবেক বুদ্ধি বিবেচনায় যা যথার্থ ও অত্যাবশ্যক, শরী'আত তাকেই ওয়াজিব করে। বুদ্ধি বিবেচনার বিরোধী কোন বিষয়ই শরী'আত ওয়াজিব করেনা। অপরদিকে রক্ষণশীল আশ'য়ারিয়া চিন্তাগোষ্ঠীর মতে শরী'আতের দৃষ্টিতে যা ওয়াজিব, কেবল তাই ওয়াজিব। এ ব্যাপারে বিবেক বুদ্ধির কোন স্থান নেই।[৩৫]

উপর্যুক্ত পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মু'তাযিলারা ছিলেন যুক্তি-নির্ভর প্রত্যাদিষ্ট শরী'আতের প্রবক্তা। তারা যুক্তি দিয়ে ওহির বিচার বিশ্লেষণ করার প্রায়াস পান এবং সে কারণেই বিভিন্ন ধর্মীয় ও দার্শনিক প্রশ্নে তারা স্বতন্ত্র মত পোষণ করতেন। রক্ষণশীল আশ'য়ারিয়া চিন্তাবিদগণ যেখানে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামের সাবলীল বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করেন, সেখানেই মু'তাযিলাগণ নিজেদের মুক্তচিন্তা ও বুদ্ধি প্রসূত ধারণার আলোকে আল-কুরআন ও আল-হাদিসের যথার্থতা নির্ণয় করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং তার ফলে নিষ্কলুষ ঈমান 'আকীদার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। ওহি ও প্রত্যাদেশ নির্ভর আশ'য়ারিয়া এবং যুক্তি নির্ভর ওহির ব্যাখ্যাদানকারী মু'তাযিলা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যে তত্ত্বের বিকাশ ঘটিয়েছেন তা পরবর্তী ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাসেও সংঘাতের সৃষ্টি করেছে-যা অনাকাঙ্ক্ষিত।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ শেখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, *ইসলাম: রাষ্ট্র ও সমাজ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭খ্রি.), পৃ. ৩১৮।

২ Dr. Syed Muzaffar-ud-din Nadvi, *Muslim Thought and Its Source* (Lahore: Ashraf Press, 1953), p. 25; মাওলানা মুহা. হেমায়েত উদ্দীন, *ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ড় মতবাদ* (ঢাকা: থানভী লাইব্রেরী, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২৮১।

৩ আল-কুরআন, সূরাহ আর-রহমান, আয়াত: ২৬।

৪ Sayed Abdul Hai, *Muslim Philosophy*, Vol, 1 (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1982), p, 120.

৫ *ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ড় মতবাদ*, পৃ. ৭১।

৬ *তদেব*।

৭ *তদেব*

৮ আল-কুরআন, সূরাহ আশ-শুরা, আয়াতঃ ১১।

৯ W. Montgomery Watt, *Islamic Philosophy and Theology* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1962), p. 64.

১০ W. Montgomery Watt, *Formative period of Islamic Thought* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1973), p. 245; অধ্যাপক নাজির আহমদ ও মুহাম্মদ রুহুল আমীন, *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস* (ঢাকাঃ আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ২৭১; ড. রশীদুল আলম, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা* (বগুড়াঃ সাহিত্য কুটির, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ৩২৮।

১১ M. Saeed sheikh, *Studies in Muslim Philosophy* (Lahore: Pakistan Philosophical Congress, 1962), pp. 21-22; *Muslim Philosophy*, Vol. 1, pp. 121-122.

১২ D.B Macdonald, *Muslim Theology* (London: 1962), p. 192; *Muslim Thought and Its Source*, pp. 43-44.

১৩ *Muslim Theology*, p. 192.

১৪ *Ibid*.

১৫ A.J. Wensinck, *The Muslim Creed* (London: Frank Cass and Co. Ltd., 1965), pp. 59-60; *Studies in Muslim Philosophy*, p. 11; ড. মো. আব্দুল হামিদ ও ড. মুহাম্মদ আব্দুল হাই ঢালী, *মুসলিম দর্শন পরিচিতি* (ঢাকাঃ অনন্যা প্রকাশন, ২০০১ খ্রি.) পৃ. ৪৬-৪৭; *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস*, পৃ. ২৫৩।

১৬ ওলিউদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আত্ তিবরীযী, *মিশকাত আল-মাসাবীহ* (আরাম বাগ, করাচীঃ ১৪৬৮ হি.), বাব রুইয়াত আল্লাহ তা'য়ালা, পৃ. ৫০০।

১৭ *Studies in Muslim Philosophy*, p. 16.

১৮ *ইসলামঃ রাষ্ট্র ও সমাজ*, পৃ. ৩৫০।

১৯ ড. আহমদ আমীন, *দুহাল ইসলাম*, ৩য় খণ্ড, অনুবাদ মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৭৯।

২০ মুহাম্মদ আবূ যুহরাহ, *আল-মাযাহিব আল-ইসলামিয়্যাহ* (কায়রোঃ আল-মাতবা'আহ আল-নামূজাজিয়্যাহ, তা.বি) পৃ. ২৭৬-২৭৭।

২১ *তদেব*, পৃ. ২৭৭।

২২ **মু'জিযাঃ** মু'জিযা আরবি 'ইজয শব্দ হতে উৎপত্তি হয়েছে। 'ইজয শব্দের অর্থ হচ্ছে অপারগ হওয়া। তাহলে মু'জিযা শব্দের অর্থ দাঁড়ায় এমন কিছু সাধিত হওয়া যা অন্য কেউ করতে অপারগ। প্রত্যেক নবী ও রাসূলকে আল্লাহ এমন কিছু স্বকীয়তা ও বিশিষ্টতা দান করেন যার ফলে তাঁর দ্বারা এমন অস্বাভাবিক ক্রিয়া-কর্ম সাধিত হয় যা অন্য মানুষ কর্তৃক কোনোক্রমে সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ অস্বাভাবিক ও সাধারণ স্বভাব বহির্ভূত কর্মকাণ্ড নবী ও রাসূলের মু'জিযা। দ্রষ্টব্যঃ *ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ*, পৃ. ৮১।

২৩ *ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ*, পৃ. ২৮১।

২৪ আল-কুরআন, সূরাহ আম্বিয়া, আয়াতঃ ৬৯।

২৫ আল-কুরআন, সূরাহ ত্বহা, আয়াতঃ ১৮।

২৬ আল-কুরআন, সূরাহ আলে-ইমরান, আয়াতঃ ৫০।

২৭ *মিশকাত আল-মাসাবীহ*, বাব আল মু'জিযাত, পৃ. ৫৩২।

২৮ *ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ*, পৃ. ২৮১।

২৯ **কারামতঃ** কারামতের আভিধানিক অর্থ হলো সম্মান, মর্যাদা, অস্বাভাবিকত্ব। শরী'আতের পরিভাষায় নবী নন এমন কোন মুসলমান অথচ আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহভাজন ব্যক্তি কর্তৃক আল্লাহর ইচ্ছায় যে অস্বাভাবিক ক্রিয়া কর্ম প্রকাশ পায় তা হলো কারামত । আহল সুন্নাহ ওয়া আল-জামা'আতের মতে আল্লাহর অনুগ্রহভাজন ব্যক্তির (ওলির) কারামত সত্য। কিন্তু মু'তাযিলাগণ কারামতকে অস্বীকার করে। কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করলেই কারামত দেখাতে পারেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সম্পর্কে আল্লাহর খাশিয়াত বা ইচ্ছা যুক্ত হয়। তবে ইসতেদরাজকে কারামত বলে ভুল করা যাবে না। কারামতের জন্য ঈমান ও বিলায়াত শর্ত। আর ঈমান ও বিলায়াত ব্যতিরেকে যোগ-সাধনা দ্বারা যোগী ও জাদুকর অস্বাভাবিক কিছু ক্রিয়া কর্ম প্রদর্শন করতে পারে। তাকে ইসতেদরাজ বলা হবে। কিন্তু করামত নয়। সাধারণ মানুষ ধর্মের লেবাসে প্রবঞ্চক ও ধোকাদানকারী ব্যক্তিদের অস্বাভাবিক কোন কিছুকেই কারামত বলে মনে করে। শরী'আতের পরিসীমার বাইরে অবস্থানরত কোনো ব্যক্তির এরূপ অস্বাভাবিক ক্রিয়া-কর্ম ইসতিদরাজ হিসেবে গণ্য হবে। দ্রষ্টব্যঃ *ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ*, পৃ. ১৫৪।

৩০ *তদেব*, পৃ.

৩১ মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, "পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যায় মু'তাযিলা দৃষ্টিভঙ্গি", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৩৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, পৃ. ৬৯।

৩২ *ইসলামঃ রাষ্ট্র ও সমাজ*, পৃ. ৩৫১-৩৫২।

৩৩ *তদেব*, পৃ. ৩৫২।

৩৪ *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৩৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, পৃ. ৬৯।

৩৫ *তদেব*।